# বর্তমান সরকারের তিন বছরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে সাফল্য চিত্র

**সমাজসেবা অধিদপ্তর ঃ**

| ১ | ২ | ৩ | | | ৪ |
|---|---|---|---|---|---|
| ক্রঃ নং | কর্মকান্ডের বিষয় | তিন বছরের অর্জন | | | সাফল্যের হার |
| | | পরিমাণগত | গুনগত | কাঠামোগত | |
| ০১. | **সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি :**<br>বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়ন অর্থাৎ রূপকল্প ২০২১ অনুযায়ী সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা, মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা এবং প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচিতে সুবিধাভোগীদের সংখ্যা কমপক্ষে দ্বিগুণ করার অঙ্গীকার রয়েছে। এ লক্ষ্য অর্জনে বর্তমান সরকারের বিগত তিন বছরে বর্ণিত কর্মসূচিতে অগ্রগতি নিম্নরূপ :<br>**(ক) বয়স্ক ভাতা:**<br>২০০৮-০৯ অর্থ বছরে বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা ছিল ২০.০০ লক্ষ এবং জনপ্রতি মাসিক ভাতার পরিমাণ ২৫০ টাকা হিসেবে মোট বরাদ্দ ছিল ৬০০.০০ কোটি টাকা।<br>২০০৯-১০ অর্থ বছরে বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা ২২.৫০ লক্ষ এবং মাসিক ভাতার পরিমাণ ৩০০ টাকা হিসাবে বরাদ্দ ৮১০.০০ কোটি টাকা।<br>২০১০-১১ অর্থ বছরে ভাতাভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে ২৪.৭৫ লক্ষ জনে এবং বরাদ্দ ৮১০.০০ কোটি টাকা হতে ৮৯১.০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। | ২০০৮-০৯ অর্থ বছর থেকে ২০১১-১২ অর্থ বছরে উপকারভোগীদের সংখ্যা ৪.৭৫ লক্ষ বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমান সরকার এ খাতে ২৯১.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধি করেছেন। | আলোচ্য সময়ে ভাতা বিতরণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। | - | ভাতা বিতরণের হার ২০০৯-১০ অর্থ বছরে ৯৯.৯৫% এবং ২০১০-১১ অর্থ বছরে ৯৯.৯৭%। |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **খ. অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাঃ**<br>২০০৮-০৯ অর্থ বছরে উপকারভোগীর সংখ্যা ছিল ২.০০ লক্ষ জন এবং মাসিক ভাতার পরিমাণ ২৫০ টাকা হিসেবে বরাদ্দ ছিল ৬০.০০ কোটি টাকা।<br><br>২০০৯-১০ অর্থ বছরে উপকারভোগীর সংখ্যা ২.৬০ লক্ষ জন এবং মাসিক ভাতার পরিমাণ ৩০০ টাকা হিসেবে বরাদ্দ ছিল ৯৩.৬০ কোটি টাকা।<br><br>২০১০-১১ অর্থ বছরে উপকারভাতা ভোগীর সংখ্যা ২.৮৬ লক্ষ জন এবং জনপ্রতি মাসিক ৩০০ টাকা হিসেবে বরাদ্দের পরিমাণ ১০২.৯৬ কোটি টাকা। | ২০০৮-০৯ অর্থ বছর থেকে ২০১০-১১ অর্থ বছরে উপকারভোগীর সংখ্যা ৮৬ হাজার জন বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমান সরকার বিগত তিন বছরে অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা **খাতে** ৪২.৯৬ কোটি টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধি করেছেন। | ভাতাভোগীদের জীবনযাত্রার মান পূর্বেও তুলনায় উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। | - | ভাতা বিতরণের হার ২০০৯-১০ অর্থ বছরে ৯৮% এবং ২০১০-১১ অর্থ বছরে ৯৮.৭৭%। |
| | **গ. প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তিঃ**<br>২০০৮-০৯ অর্থ বছরে উপবৃত্তি গ্রহীতার সংখ্যা ১৩০৪১ জন এবং বরাদ্দের পরিমাণ ৬.০০ কোটি টাকা।<br><br>২০০৯-১০ অর্থ বছরে উপবৃত্তি গ্রহীতার সংখ্যা ১৭,১৫০ জন এবং বরাদ্দের পরিমাণ ৮.০০ কোটি টাকা।<br><br>২০১০-১১ অর্থ বছরে উপবৃত্তি গ্রহীতার সংখ্যা ১৮,৬২০ জন এবং বরাদ্দের পরিমাণ ৮.৮০ কোটি টাকা। | ২০০৮-০৯ অর্থ বছর থেকে ২০১০-১১ অর্থ বছরে বরাদ্দ ২.৮ কোটি টাকা ও উপবৃত্তি গ্রহীতার সংখ্যা ৫৫৭৯ জন বৃদ্ধি পেয়েছে । | ভাতাভোগীদের জীবনযাত্রার মান পূর্বেও তুলনায় উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। | - | উপবৃত্তি বিতরণের হার ২০০৯-১০ অর্থ বছরে ৯৯.৫৬% এবং ২০১০-১১ অর্থ বছরে ৯৯.৯৩%। |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ঘ. বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতা ঃ**<br>২০০৯-১০ অর্থ বছর পর্যন্ত বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতা বিতরণের কার্যক্রম মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ২০১০-১১ অর্থ বছরে এ কার্যক্রম সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়েছে।<br>২০১০-১১ অর্থ বছরে ভাতাভোগীর সংখ্যা ৯.২০ লক্ষ জন এবং জন প্রতি মাসিক ৩০০ টাকা বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৩৩১.২০ কোটি টাকা। | সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে এ কর্মসূচি ন্যস্ত করার পর উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। | - | - | ২০১০-১১ অর্থ বছরে ভাতা বিতরণের হার অর্জিত হয়েছে ৯৮.৩৯%। |
| | **ঙ. মুক্তিযোদ্ধা ভাতা ঃ**<br>২০০৮-০৯ অর্থ বছরে মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা গ্রহীতার সংখ্যা ১ লক্ষ জন এবং জনপ্রতি মাসিক ৯০০ টাকা হিসেবে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৭২ কোটি টাকা। ২০০৯-১০ অর্থ বছরে জনপ্রতি মাসিক ভাতা ৯০০ টাকার স্থলে ১৫০০ টাকা এবং ভাতাভোগীর সংখ্যা ১ লক্ষ জন হতে ১.২৫ লক্ষ জনে উন্নীত করা হয়। বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ২২৫.০০ কোটি টাকা।<br>২০১০-১১ অর্থ বছরে জন প্রতি মাসিক ১৫০০ টাকা হতে ২০০০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। ভাতা ভোগীর সংখ্যা ১.২৫ লক্ষ জন হতে ১.৫০ লক্ষ জনে উন্নীত করা হয় ।ঐ বছরে মোট বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৩৬০.০০ কোটি টাকা। | বর্তমান সরকার এর সময়ে জনপ্রতি মাসিক ভাতার হার ৯০০ টাকা থেকে ২০০০ টাকা এবং সম্মানী ভাতাভোগীর সংখ্যা ৫০ হাজার জন বৃদ্ধি পেয়েছে। | - | - | ভাতা বিতরণের হার ২০০৯-১০ অর্থ বছরে ৯৮% এবং ২০১০-১১ অর্থ বছরে ৯৭.৬০%। |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ০২. | **(ক) পল্লী সমাজসেবা (আরএসএস) কার্যক্রম :** | • পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ৩ লক্ষ ৪৫ হাজার ৪৮০ টি পরিবারের মধ্যে ক্ষুদ্রঋণ হিসেবে ১১০ কোটি ৪৩ লক্ষ ০৮ হাজার টাকা বিনিয়োগ ও পুনঃবিনিয়োগ করা হয়েছে।<br>• বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এর মাধ্যমে ২৫ হাজার ২০০ জনকে দক্ষতা উন্নয়ন করা হয়েছে। | ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নতি সাধিত হয়েছে। | ঋণসীমা বাড়িয়ে ৫,০০০/- থেকে ৩০,০০০/- টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। | আদায়ের হার -৯৪% |
| | **(খ) পল্লী মাতৃকেন্দ্র (আরএমসি):** | • পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত দরিদ্র মহিলাদের ৪৫ হাজার ৯৮০ টি পরিবারের মধ্যে ক্ষুদ্রঋণ হিসেবে ১৬ কোটি ৫৮ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা বিনিয়োগ ও পুনঃবিনিয়োগ করা হয়েছে।<br>বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এর মাধ্যমে ১৬ হাজার ২০০ জনকে দক্ষতা উন্নয়ন করা হয়েছে। | ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত হতদরিদ্র মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নতি সাধিত হয়েছে। | | আদায়ের হার - ৮৮% |
| | **(গ) এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পূনর্বাসন কার্যক্রম:** | • ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধী দরিদ্র ব্যক্তিদের ১০ হাজার ২৭ টি পরিবারের মধ্যে ক্ষুদ্রঋণ হিসেবে ১০ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ও পুনঃবিনিয়োগ করা হয়েছে। | ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধী দরিদ্র ব্যক্তিদের আর্থ-সামাজিক উন্নতি সাধিত হয়েছে। | ঋণসীমা বাড়িয়ে ১৫,০০০/- থেকে ২০,০০০/- টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। | আদায়ের হার - ৫৭% |
| | **(ঘ) আশ্রায়ন প্রকল্প :** | • ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে আশ্রায়ন প্রকল্পে বসবাসরত ৫ হাজার ৭২৭ টি পরিবারের মধ্যে ক্ষুদ্রঋণ হিসেবে ৫৬ লক্ষ ৫ হাজার টাকা বিনিয়োগ ও পুনঃবিনিয়োগ করা হয়েছে। | ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে আশ্রায়ন প্রকল্পে বসবাসরত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নতি সাধিত হয়েছে। | | আদায়ের হার - ৫৬% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **(ঙ) শহর সমাজসেবা কার্যক্রমঃ** | • শহর অঞ্চলে বসবাসরত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ৮ হাজার ৪৩৩ টি পরিবারের মধ্যে ক্ষুদ্রঋণ হিসেবে ৩ কোটি ৬১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা বিনিয়োগ ও পুনঃবিনিয়োগ করা হয়েছে।<br>বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এর মাধ্যমে ৫ হাজার ৮৯০ জনকে দক্ষতা উন্নয়ন করা হয়েছে। | ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে শহর অঞ্চলে বসবাসরত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নতি সাধিত হয়েছে। | | আদায়ের হার - ৯০% |
| ০৩. | **হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমঃ** | সমাজসেবা অধিদফতর এর মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীসহ সমগ্র বাংলাদেশে মোট ৮৯ টি হাসপাতালে হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম এর আওতায় রোগী কল্যাণ সমিতির মাধ্যমে এ কার্যক্রম পরিচালিত হচেছ।<br>এ কার্যক্রমের আওতায় গরীব, দুঃস্থ ও অসহায় রোগীদের ঔষধ, রক্ত, খাদ্য, বস্ত্র, চশমা, ক্রাচ, হুইল চেয়ার, বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে ১২ লক্ষ ৩৫ হাজার ৩৭৭ জনকে সেবা প্রদান করা হয়েছে। | চিকিৎসা সেবা প্রদানের মাধ্যমে হত দরিদ্র অসুস্থ রোগীকে সুস্থ করা হচেছ। | - | বর্তমান সরকারের কার্যকালে ৪৮১ টি উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সে হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। |
| ০৪. | **প্রবেশন এন্ড আফটার কেয়ার কার্যক্রম :** | প্রবেশন এন্ড আফটার কেয়ার কার্যক্রম বর্তমানে ৬৪ টি জেলায় পরিচালিত হচেছ। এ কার্যক্রমের আওতায় ৬৮৪ জনকে প্রবেশনে মুক্তি/জামিন করা হয়েছে এবং প্রবেশনে মুক্তিপ্রাপ্তদের মধ্যে আফটার কেয়ার কার্যক্রমের মাধ্যমে উপকৃতের সংখ্যা ও ৬ হাজার ৯৯৯ জন। | - | - | সকল উপজেলায় এ কার্যক্রম সম্প্রসারণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। |
| ০৫. | **প্রশিক্ষণ কার্যক্রম :** | সমাজসেবা অধিদফতরে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারিদের দক্ষতা, উন্নয়ন, প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ৯৪৩ জন (পুরুষ ৭০১ ও মহিলা ২৪২) কর্মকর্তা এবং ৬৯৭ জন কর্মচারিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। | প্রশিক্ষিত কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণ কর্মক্ষেত্রে প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত কর্মসূচিগুলো সিটিজেন চার্টার মোতাবেক সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করছে। | - | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ০৬. | **স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) কার্যক্রম :**<br>● স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নিবন্ধন প্রদান<br>● নিবন্ধন ফি বাবদ ননগুট্যাক্স আদায়<br>● নিষ্ক্রিয় ও গঠনতন্ত্র পরিপন্থী কাজে বিলুপ্ত সংস্থার সংখ্যা<br>● স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) যুগোপযোগীকরণ | ● ৪ হাজার ৭১১ টি সংস্থা নিবন্ধন করা হয়েছে।<br>● ৯৪ লক্ষ ২২ হাজার টাকা নিবন্ধন ফি বাবদ ননগুট্যাক্স আদায় করা হয়েছে।<br>● ৪ হাজার ১৮৪ টি সংস্থার নিবন্ধন বাতিল করা হয়েছে।<br>● স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৬১ বাতিল করে যুগোপযোগী ভাবে স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ আইনও২০১১ প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। | - | | সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। |
| ০৭. | **"ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) আইন, ২০১১":** | জাতীয় সংসদের ১০ম অধিবেশনে ২৩ আগস্ট, ২০১১ তারিখ ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি(পুনর্বাসন) বিল, ২০১১ পাশ হয়। মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের পর ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১১ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ২০১১ সনের ১৫ নম্বর আইনরূপে প্রকাশিত হয়। এই নতুন আইনটি The Vagrancy Act, 1943 রহিত করে প্রণয়ন করা হয়েছে। | - | | ১০০% |
| ০৮. | **'শিশু আইন, ১৯৭৪ পরিবর্তন করে যুগোপযোগীকরণ:** | ১৯৭৪ সালে প্রণীত শিশু আইনটি যুগোপযোগীকরণের নিমিত্ত এই আইনটি রহিত করে নতুন শিশু আই প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। খসড়া শিশু আইন, ২০১০ গত ৩০ ডিসেম্বর, ২০১০ অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে। বর্তমানে খসড়া আইনের ভেটিং প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। | - | | ১০০% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ০৯. | **নিবন্ধিত বেসরকারি এতিমখানার কার্যক্রম :** | ● নিবন্ধিত বেসরকারি এতিমখানার কার্যক্রমের আওতায় ২০১০-১১ অর্থ বছরে ক্যাপিটেশন গ্র্যান্টের পরিমাণ বৃদ্ধি করে মাসিক মাথাপিছু ৭০০ টাকা হতে ১০০০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। | ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট বৃদ্ধি করায় নিবাসীদের পুষ্টি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, বিনোদনসহ সার্বিক জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। | - | - |
| ১০. | **সমাজসেবা অধিদফতর পরিচালিত প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমের আবাসিক প্রতিষ্ঠানের নিবাসীদের মাথাপিছু মাসিক ভরণপোষণ বৃদ্ধিকরণ।** | ● ২০০৯-১০ অর্থ বছর হতে নিবাসীদের মাসিক মাথাপিছু ১৫০০ টাকা হতে ২০০০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। | নিবাসীদের পুষ্টি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, বিনোদনসহ সার্বিক জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। | - | - |
| ১১. | **সমাজসেবা অধিদফতরের নিজস্ব ওয়েব সাইট বিষয়ক :** | বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতিহার ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষে সমাজসেবা অধিদফতরের কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। সমাজসেবা অধিদফতরের নিজস্ব ওয়েবসাইট এবং জেলা সমাজসেবা কার্যালয়সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া মাঠ পর্যায়ের অফিস সমূহের সাথে ওয়েব সাইট ভিত্তিক মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এটুআই প্রকল্পের সহায়তায় সফট্ওয়ার তৈরির পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।<br>সমাজসেবা অধিদফতরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ই-মেইলে তথ্য আদান প্রদানের জন্য কর্মচারীদের বিশেষ প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। | - | - | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১২. | **উন্নয়ন প্রকল্প :** | ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছর হতে ২০১০-২০১১ অর্থ বছর পর্যন্ত ১৫ টি উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে। যার প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ১৮৪৫৭.৩৭ লক্ষ টাকা। | সমাপ্ত প্রকল্পের কাজ সন্তোষজনক। | - | ৯৭% |

**জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউণ্ডেশন**

| (১) | (২) | (৩) | | | (৪) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | তিন বছরের অর্জন | | | সাফল্যের হার |
| ক্রমিক নং | কর্মকাণ্ডের বিষয় | পরিমাণগত | গুণগত | কাঠামোগত | |
| ০১ | **প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র শীর্ষক কর্মসূচি বাস্তবায়ন** | **অর্থ বছর** / **কেন্দ্র সংখ্যা**<br>২০০৯-২০১০ : ৫টি<br>২০১০-২০১১ : ১০টি<br>২০১১-২০১২ : ২০টি | প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় চালুকৃত কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে দেশের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে বিভিন্ন ধরণের থেরাপিউটিক সেবাসহ কাউন্সেলিং ও রেফারেল সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর মাঝে সহায়ক উপকরণ হিসেবে বিনামূল্যে কৃত্রিম অংগ, হুইল চেয়ার, হিয়ারিং এইড, স্ট্যান্ডিং ফ্রেম, ওয়াকিং ফ্রেম, ক্র্যাচ, ট্রাই সাইকেল ইত্যাদি বিতরণ করা হচ্ছে। | প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় চালুকৃত কেন্দ্রসমূহ থেকে সার্ভিস প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরণের আসবাবপত্র, থেরাপি ইকুইপমেন্টস ও সরঞ্জামাদি ক্রয়/সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া এসব কেন্দ্রের জন্য প্রতিবন্ধী বিষয়ক কর্মকর্তা, কনসালটেন্ট (ফিজিওথেরাপি), ক্লিনিক্যাল ফিজিওথেরাপিস্ট, ক্লিনিক্যাল অকুপেশনাল থেরাপিস্ট, ক্লিনিক্যাল স্পিচ এন্ড লেঙ্গুয়েজ থেরাপিস্ট, থেরাপি সহকারী, টেকনিশিয়ান-১ ও টেকনিশিয়ান-২, অফিস সহকারী, স্টাফ ও গার্ড পদে জনবল নিয়োগ করা হয়েছে। | ১০০% |

| (১) | (২) | (৩) | | | (৪) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | তিন বছরের অর্জন | | | সাফল্যের হার |
| ক্রমিক নং | কর্মকাণ্ডের বিষয় | পরিমাণগত | গুণগত | কাঠামোগত | |
| ০২ | **অটিজম রিসোর্স সেন্টার** | অটিজম প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা এবং অটিজমের শিকার শিশু কিশোরদের থেরাপি ও কাউন্সেলিং সেবা প্রদানের লক্ষ্যে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউণ্ডেশনের উদ্যোগে ২০১০ সালে একটি অটিজম রিসোর্স সেন্টার চালু করা হয়েছে। | অটিজম রিসোর্স সেন্টার থেকে সিনিয়র সাইকোলজিস্ট, স্পিচ এন্ড ল্যাংগুয়েজ থেরাপিস্ট, ক্লিনিক্যাল ফিজিওথেরাপিস্ট এবং ক্লিনিক্যাল অকুপেশনাল থেরাপিস্ট এর মাধ্যমে থেরাপিউটিক ও কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করা হচ্ছে। পাশাপাশি এ সেন্টারের মাধ্যমে Home Based Intervention এর কার্যক্রমও অব্যাহত আছে। | জাতীয় বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্রের একটি পরিত্যক্ত ভবন মেরামত ও সংস্কার করে অটিজম রিসোর্স সেন্টার এর কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। কেন্দ্রের সুষ্ঠু কার্যক্রমের স্বার্থে Sensory Room স্থাপনসহ বিভিন্ন ইকুইপমেন্টস ও আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে। | ১০০% |
| ০৩ | **কর্মজীবী প্রতিবন্ধী পুরুষ ও মহিলা হোস্টেল** | কর্মজীবী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের আবাসন সমস্যা দূরীকরণের লক্ষ্যে রাজধানী ঢাকায় ২০১০ সালে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউণ্ডেশনের উদ্যোগে পৃথকভাবে কর্মজীবী প্রতিবন্ধী পুরুষ ও মহিলা হোস্টেল চালু করা হয়েছে। | প্রতিবন্ধী হোস্টেল চালু করার মাধ্যমে কর্মজীবী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের আবাসন সমস্যা দূরীকরণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। | জাতীয় বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্রের একটি পরিত্যক্ত ভবন মেরামত ও সংস্কার করে কর্মজীবী প্রতিবন্ধী পুরুষ ও মহিলা হোস্টেল এর কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। হোস্টেলদ্বয়ের সুষ্ঠু কার্যক্রমের স্বার্থে অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণসহ প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে। | ১০০% |
| ০৪ | **অটিস্টিক স্কুল** | অটিস্টিক শিশু কিশোরদের পুনর্বাসন ও মূলধারায় একীভূত করার লক্ষ্যে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউণ্ডেশনের উদ্যোগে ২০১১ সালে একটি সম্পুর্ণ অবৈতনিক অটিস্টিক স্কুল চালু করা হয়েছে। | এ যাবৎ উপকারভোগীর সংখ্যা-১২ জন। | জাতীয় বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্রের মানসিক প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় ভবনের প্রয়োজনীয় সংস্কার করে অটিস্টিক স্কুল চালু করা হয়েছে। স্কুলের সুষ্ঠু কার্যক্রমের স্বার্থে বিশেষ কক্ষ স্থাপনসহ বিভিন্ন ইকুইপমেন্টস ও আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে। | - |
| ০৫ | **ভ্রাম্যমাণ ওয়ান স্টপ থেরাপি সার্ভিস** | দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে থেরাপি ও চিকিৎসা সহায়তা দেয়ার লক্ষ্যে ফাউণ্ডেশনের | গোপালগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, ময়মনসিংহ, হবিগঞ্জ ও কুমিল্লা জেলায় অস্থায়ী ক্যাম্প স্থাপনের মাধ্যমে ভ্রাম্যমাণ | জিও-এনজিও পার্টনারশিপের ভিত্তিতে উক্ত সার্ভিস পরিচালিত হচ্ছে। | ১০০% |

| (১) | (২) | (৩) | | | (৪) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | তিন বছরের অর্জন | | | সাফল্যের হার |
| ক্রমিক নং | কর্মকাণ্ডের বিষয় | পরিমাণগত | গুণগত | কাঠামোগত | |
| | | মাধ্যমে প্রথমবারের মতো ভ্রাম্যমাণ ওয়ান স্টপ থেরাপি সার্ভিস চালু করা হয়েছে। | ওয়ান স্টপ থেরাপি সার্ভিসের আওতায় এ যাবৎ প্রায় ৭০০০ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে চিকিৎসা ও থেরাপি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এ সার্ভিসের মাধ্যমে প্রান্তিক প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় থেরাপি সেবা পৌঁছে দেয়া সম্ভব হচ্ছে। | | |
| ০৬ | **ICT বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা** | দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রতিবন্ধীদের জন্য কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের বিষয়ে ফাউণ্ডেশনের মাধ্যমে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ উদ্যোগের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে কুড়িগ্রাম জেলা প্রশাসনের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে কুড়িগ্রামে একটি কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। | কম্পিউটার ল্যাব এর মাধ্যমে প্রান্তিক প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী বিনামূল্যে আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছেন। | উক্ত ল্যাব-এ ফাউণ্ডেশনের তহবিল থেকে ইতোমধ্যে পাঁচটি কম্পিউটার ও প্রিন্টার সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিনামূল্যে ICT বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। | - |
| ০৭ | **প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি** | প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে ফাউণ্ডেশনের উদ্যোগে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্ণবায়িত হচ্ছে। এসব প্রশিক্ষণে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি তাদের পিতামাতা ও অভিভাবককেও সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। এ যাবৎ সম্পন্ন উল্লেখযোগ্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচিসমূহ হচ্ছে-'ট্রেনিং ফর দ্য মাদার্স অভ মেন্টালি চ্যালেঞ্জড চিলড্রেন, 'টিচার্স ওরিয়েনটেশন ট্রেনিং প্রোগ্রাম অন বাংলা সাইন ল্যাংগুয়েজ', 'অটিজম | এসব প্রশিক্ষণ ও সেমিনার দেশে প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে গণসচেতনতা তৈরীর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। | - | ১০০% |

| (১) | (২) | (৩) | | | (৪) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | তিন বছরের অর্জন | | | সাফল্যের হার |
| ক্রমিক নং | কর্মকাণ্ডের বিষয় | পরিমাণগত | গুণগত | কাঠামোগত | |
| | | সচেতনতা বিষয়ক অভিভাবক প্রশিক্ষণ কোর্স', 'অটিজম বিষয়ক গবেষণামূলক সেমিনার' ইত্যাদি। এসব প্রশিক্ষণ নিয়মিত বিরতিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ০৮ | **প্রতিবন্ধী উন্নয়ন অধিদফতর গঠন** | জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউণ্ডেশনের প্রথম পৃষ্ঠপোষকমণ্ডলীর সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ফাউণ্ডেশনকে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি পূর্ণাঙ্গ সরকারি অধিদফতরে রূপান্তর করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। | ফাউণ্ডেশনের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালী করার লক্ষ্যে একে একটি পূর্ণাঙ্গ অধিদফতরে রূপান্তর করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। | ফাউণ্ডেশনকে অধিদফতরে রূপান্তরের বিষয়ে ইতোমধ্যে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের অনুমতি পাওয়া গেছে। বর্তমানে বিষয়টি অর্থ মন্ত্রণালয়ে বিবেচনাধীন রয়েছে। | - |
| ০৯. | **বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন, ২০০১' এবং The Voulantary Social Welfare Agencies( Registration and Control Ordinance, 1961 যুগোপযোগীকরণ** | **বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন, ২০০১ এবং The Voulantary Social Welfare Agencies( Registration and Control Ordinance, 1961 যুগোপযোগীকরণের লক্ষ্যে এই আইন দু'টি রহিত করে দু'টি নতুন আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।** | জাতিসংঘ ঘোষিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদ'এ স্বাক্ষরকারী প্রথম সারির রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। উক্ত সনদের মূল স্পিরিটের আলোকে 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার আইন' প্রণয়নের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। | | ১০০% |
| ১০ | **প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা-২০০৯** | দেশের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর শিক্ষা ব্যবস্থা প্রসারের স্বার্থে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় 'প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা, ২০০৯' প্রণয়ন করেছে। উক্ত নীতিমালার আওতায় ফেব্রুয়ারি, ২০১০ মাস থেকে দেশের ৫৫টি বেসরকারি | বিগত তিন বছরে ৫৫টি প্রতিবন্ধী স্কুলের শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন ভাতা বাবদ প্রায় ১৩.০০ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এর ফলে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা বিস্তার এবং তাদেরকে মূল ধারায় | 'প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা, ২০০৯ এর আওতায় একীভূত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ইনক্লুসিভ এডুকেশন কিট বক্স সরবরাহ করা হয়েছে। | ১০০% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের শিক্ষক/ কর্মচারীদের ১০০% বেতন ভাতাদি সরকারিভাবে পরিশোধ করা হচ্ছে। চলতি ২০১০-২০১১ অর্থবছরে এ বাবদ ৫ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। | সম্পৃক্তকরণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। | যা অব্যাহত আছে। | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১১ | **ক্ষুদ্র ঋণ ও অনুদান বিতরণ** | প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর কল্যাণে নিয়োজিত বেসরকারি সংস্থাসমূহের অনুকূলে ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে সরকারিভাবে ক্ষুদ্র ঋণ ও অনুদান বাবদ যথাক্রমে ৪৭,০৫০০০/- (সাতচল্লিশ লক্ষ পাঁচ হাজার) এবং ৮৯,৪৫০০০/- (উননব্বই লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার) টাকা বিতরণ করা হয়েছে। | ক্ষুদ্র ঋণ বিনিয়োগ ও অনুদান বিতরণের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের পুনর্বাসন ও ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে। | | ১০০% |
| ১২ | **প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা, ২০০৯ অনুযায়ী সুইড বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী ফাউণ্ডেশন এর শিক্ষক কর্মচারীদের ৮০% হতে ১০০% বেতন ভাতা বৃদ্ধি করা হয়(তারিখঃ ২৪.০৪.২০১১)।** | ৮৩৮.৩২ লক্ষ টাকা | | | ১০০% |
| ১৩ | **প্রতিবন্ধী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ১১১টি পদে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাকুরীতে প্রবেশাধিকার ৪০(চল্লিশ) বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করা হয়েছে(তারিখঃ ২৯.০৯.২০১০)** | ১১১টি পদ | | | ১০০% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৪ | **সরকারী শিশু পরিবার অন্যান্য আবাসিক প্রতিষ্ঠান এবং জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউণ্ডেশনের অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানের আবাসিক নিবাসীদের মাথাপিছু খোরাকী ও অন্যান্য ভাতা(ভরন পোষণ) জানুযায়ী/২০১১ থেকে ১,৫০০ টাকার স্থলে ২,০০০/ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।** | ২০০০/-(দুই হাজার) টাকা | | | ১০০% |
| ১৫ | **বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ছেলে মেয়েরা সাংস্কৃতিক দক্ষতার পাশাপাশি ক্রীড়াবিদ হিসেবেও বিশ্ব স্পেশাল অলিম্পিকস, ২০১১(এথেন্স-২০১১) ২৯টি স্বর্ণ, ১২টি রৌপ্য ও ৩টি ব্রোঞ্জসহ মোট ৪৪টি পদক জয় করে আন্তর্জাতিক ক্রীড়া অঙ্গণে বাংলাদেশকে গৌরব উজ্জ্বল করেছে।** | ৪৪টি | | | ১০০% |

**বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ**

| (১) | (২) | (৩) | | | (৪) |
|---|---|---|---|---|---|
| ক্রমিক নং | কর্মকান্ডের বিষয় | তিন বছরের অর্জন | | | সাফল্যের হার |
| | | পরিমাণগত | গুণগত | কাঠামোগত | |
| ১. | স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অনুদান বিতরণ | ৭৮২৬টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১২,৮০,৩১,৫০০/-টাকা এবং ৮৭৩৪ জন প্রতিবন্ধী/দুঃস্থ ব্যক্তির মধ্যে ৩,৩১,৮৮,৪০০/-টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। | ১। উপকারভোগী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের আয়বৃদ্ধিসহ সমাজকল্যাণমূলক কর্মকান্ড বৃদ্ধি পেয়েছে।<br>২। স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে দুঃস্থ ও গরীব রোগীরা প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবার সুযোগ লাভ করেছে।<br>৩। স্বল্প সুবিধাভোগী, সুবিধা বঞ্চিত ও গরীব জনসাধারণের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন তথা আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। | ------ | ১০০% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ২. | 'সমাজকল্যাণমূলক কর্মকান্ডে জড়িত সংগঠনের ব্যবস্থাপনা ও কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়ন' শীর্ষক প্রশিক্ষণ (মানব সম্পদ উন্নয়ন) | ৫০টি কোর্সের মাধ্যমে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের ১৩০৮ জন প্রতিনিধি/সমাজকর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। | ১। স্বেচ্ছাসেবী সমাজকর্মীগণকে জনকল্যাণমূখী উন্নয়ন ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে দক্ষ ও যোগ্যতর করে গড়ে তোলা।<br>২। স্যানিটেশন ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পরিবেশ ও বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা এর প্রতিকার ও প্রতিরোধ বিষয়ে সম্যক ধারণা লাভ। | ------ | ৮৭.২০% |
| | | | | | |